দৈনিক বাংলা

06 SEP 1993
তারিখ
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

144

প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ

ইদানীংকালে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে, ঢাকা শহরের বাইরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানা অব্যবস্থা ও অনিয়ম দেখা দিয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলেও সে তুলনায় আসন ও শিক্ষক সংখ্যা মোটেও বৃদ্ধি করা হয়নি। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেখানে পাঁচটি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজারের বেশী সেখানে শিক্ষক থাকে মাত্র পাঁচজন। স্বাভাবিকভাবেই এই স্বল্পসংখ্যক শিক্ষককে এতো অধিক ছাত্রছাত্রীর ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১০টি পাঠ্য বই বা বিষয়ের মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ৩/৪টির বেশী বিষয়ে ক্লাস নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, একই এলাকায় বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে সববিষয়েই ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বেতন দিতে হয় না এবং ক্লাস হোক, আর না হোক মাস ঘুরতেই শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেতন দিতে হচ্ছে এবং ক্লাস ঠিকমত না হলে অভিভাবকদের চাপ ও জবাবদিহির প্রশ্ন আছে। তাই শিক্ষার পরিবেশও তুলনামূলকভাবে ভালো। কিন্তু ছাত্র বেতন নেই বলেই সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত লেখাপড়া হবে না – সেখানে শিক্ষার ভালো পরিবেশ থাকবে না এমনটি হতে দেয়া যায় না। কর্তৃপক্ষ এদিকে কঠোর নজর রাখলে এবং নিয়মিত বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনের পূর্বব্যবস্থা পুনরায় বলবৎ করলে সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূর্বে শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকগণ নিয়মিত বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করতেন। এতে স্বভাবতই বিদ্যালয়গুলো ভালোভাবে চলতো। কিন্তু গত প্রায় ১৫/২০ বছর থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা আর নেই বললেই চলে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আজ অনুপস্থিত। এটা অনভিপ্রেত। কর্তৃপক্ষকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা তাদের গ্রহণ করতে হবে।

আঃ রহমান
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।